শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য
গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার

কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রকাশক ঃ
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন নং ঃ ২৫৫৪-৪১৫৫, ২৫৪৩-১৩৮৭
e-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org

প্রথম প্রকাশ ঃ
গৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার
প্রাক্ শতবার্ষিকী মহোৎসব
২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

মুদ্রণ ঃ
শ্রীবৃহৎ মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার শততম বর্ষপূর্ত্তি মহোৎসবের পূর্বলগ্নে মিশনের প্রতিষ্টাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সন্তোষবিধানার্থে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে "শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তিত ১৯৩৪ সালে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া প্রকাশিত হইলেন।

বর্ত্তমান বর্হির্মুখ চিন্তাস্রোতে ভাসমান জনগণের গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিয়া অর্ন্তর্ম্মুখী সেবা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে এই পুস্তিকাটির অবতারণা। জাগতিক বা তথাকথিত অতিজাগতিক যোগ্যতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীর উপলব্ধি দুঃসাধ্য। অথচ জাগতিক পাণ্ডিত্য ও নানাপ্রকার যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী অনেকে অত্যাশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পারেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোষ গ্রন্থের কঠিন শব্দগুলি শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিভাষার ভাণ্ডার নহে। ভাগবতের পরিভাষা, ভাগবতের চিত্তবৃত্তি, ভাগবতের ভূমিকা ও সিদ্ধান্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল ভাণ্ডার। এই গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি, গৌড়ীয় মঠ কি করেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য কি—এই সম্বন্ধে কিছুটা দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে।

সহৃদয় পাঠকগণ উক্ত পুস্তিকাটির প্রকাশন কার্যে মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সারগ্রাহিতার আদর্শ অবলম্বন করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাভিক্ষু
শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

"মঠ অনিত্য জগতের নিত্য বৈকুণ্ঠ-নিকেতন; গুণময় জগতে নির্গুণ বাস। মঠ সর্বক্ষণ চেতন কথায় মুখরিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্লাবন ক্ষেত্র।

(গৌড়ীয় ৮ম খণ্ড ৪৮ সংখ্যা)

"মঠ—হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, হরিকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনতা; সেখানে যাহাতে কোন প্রকার আলস্য, অসদাচার, গ্রাম্য চিন্তা, গ্রাম্য কথা কিম্বা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়, এজন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হইবে।"

(সঃ তোঃ ২৩৭ পৃঃ)

"শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না; নিজ ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি, তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সব্বার্থ সিদ্ধি হবে।"

(গৌড়ীয় ২০ খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

" প্রেয়ঃপন্থী আমরা, আমাদিগের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য আমাদের প্রেয়বস্তুগুলির মধ্যে যে কতপ্রকার অসুবিধা আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যদেব স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের খারাপ স্বাস্থ্য দিয়াছেন, পদে পদে বিপদ দিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ক্ষণভঙ্গুরতা রাখিয়া দিয়াছেন—আমাদেরকে শ্রেয়ঃপন্থী করিবার জন্য।"

(গৌড়ীয়—১৭।৪৮১)

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয়ের উক্তি

"বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, তথা ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর সর্বত্র আপনার এই সকল কথা বিশেষভাবে প্রচার হওয়া দরকার। বর্ত্তমান সময়ে দেশে হরিভক্তি প্রচারের দুর্ভিক্ষের ফলে দেশ বিধর্ম ও অপধর্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সুতরাং এখনই হরিভক্তি প্রচারের উপযুক্ত সময়।"।

(সরস্বতী জয়শ্রী—৩৩৩ পৃঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য, প্রচার্য-বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের কথা জগতে বুঝাইতে হইলে অল্পকথায় বুঝান' যেরূপ সুদুরূহ ব্যাপার, প্রচলিত ভাব-ধারার বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত বিশ্বে তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাও ততোধিক গুরুতর কার্য্য। নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অসম্পূর্ণভাবে দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা হইল। স্ব-স্ব-যোগ্যতানুযায়ী এই সকল কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

১। জগতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাদের অন্যতম বা তাহাদের প্রতিযোগী কিংবা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলক তুলনায় আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে না, কারণ জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ন্যূনাধিক হয় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি, না হয় ভক্তির নামে মনোধর্মের প্রচারক রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকারী প্রচারক। জগতে অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলনের নামে মিছাভক্তির অনুশীলন বা ভক্তির বাহ্যভাণের অনুষ্ঠান-সমূহের যে অভাব আছে, তাহা নহে; সেইরূপ ভক্তির অভিনয় ও তাহার নেপথ্যে অন্যাভিলাষ বা ধর্মার্থকাম-মোক্ষ বাসনার যে তাণ্ডব হইতেছে, তাহা হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্যই উহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ পূর্বক শুদ্ধভক্তির দুর্গের পরিখা নির্মাণ করা—শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তিকে দেহ বা মনের বৃত্তিবিশেষ জ্ঞান করেন না। ভক্তিকে সর্বোপাধি রহিত কৃষ্ণনিষ্ঠ আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, স্বাভাবিকী, নিত্যা বৃত্তি বলিয়া উপলব্ধি করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 'ভক্তি' শব্দটি স্বীকার করেন, এমন কি কেহ কেহ ভক্তিকে মৌখিকভাবে চতুবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠও বলেন; কেহ বা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত ভক্তিকে সমান অর্থাৎ উহাদেরই অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করেন; কেহ বা মৌখিকভাবে কর্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভক্তিকে ন্যূনাধিক মনেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তির সহিত অন্যান্য মনোবৃত্তির কোনপ্রকার জোড়া-তালি দিতে বা আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৪। মনোধর্মের গোঁড়ামি ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পুত্ররূপে তথাকথিত সমন্বয়বাদ যে 'প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামির ধর্ম' বা 'যথেচ্ছ ধর্মবাদ' সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ কোন প্রকার গোঁড়ামির প্রচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা নহে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব সত্যকে 'সত্য' বলিলে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে, "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—শ্রুতিমন্ত্রানুসারে পরমতত্ত্বকে 'অসমোর্দ্ধ (যাহার সমান বা যাহা হইতে বড় কেউ নাই) বলিলে, পুত্রের একমাত্র পিতাকে 'ইনিই পিতা, অপরে পিতা নহে', সতীর 'ইনিই পতি, অপরে আমার পতি নহে' বলিলে অপরের নিকট বা সাধারণের নিকট ঐসকল ব্যক্তির ঐরূপ উক্তিকে 'গোঁড়ামি' বা 'দাম্ভিকতা' বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা অতত্ত্বজ্ঞতা

অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব বোধক। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠাকে লোকপ্রিয়তা ও জনমতের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত নহেন।

৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্হিমুখ জনমতগণের সেবক নহেন, কিন্তু পরমেশ্বরের একান্ত জনগণের অভিমতের সেবক। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারে প্রকৃতি-জনমত সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়ের কম্পাস নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনমতই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র যন্ত্র। প্রকৃতিজনমত-প্রাধান্যের যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই সত্যনিষ্ঠাটি তাঁহাকে স্বতঃই জগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

৬। অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ এই জগতের অসুবিধা হইতে মুক্তি পর্যন্ত ফললাভের কথাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাণ্ডারের শেষ কথা নহে। অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থপ্রবৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক সর্ববিধ অসুবিধা যে জন্য দূর করা, সেই পরম প্রয়োজনের অনুশীলনের জন্য যত্নই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ প্রীতির প্রস্রবণ উন্মুক্তির জন্য মুক্তির প্রয়োজন। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রীতির অফুরন্ত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল রাজ্যে প্রবেশ করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।

৭। আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে মাপিয়া লইবার চেষ্টা জগতের লোকের মেরু-মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায়ই তাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপিয়া লইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা এই গোঁড়ামি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমগ্র মানব-জাতির আধ্যক্ষিকতার

এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। মাংসচক্ষু, মাটিয়াবুদ্ধি নানা ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিচারবুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না, ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ দুন্দুভিনাদে নিয়ত ঘোষণা করিতেছেন।

৮। কখনও পরমেশ্বরে মানবতাবাদরোপ (Anthropomorphism), কখনও পরমেশ্বরে জন্তুধর্মারোপ (zoomorphism), কখনও মানব বা জন্তুতে ঈশ্বরত্ব-আরোপ, কখনওবা শ্রীবিগ্রহে জড়ত্ব-আরোপ, কখনওবা জড়ত্বে শ্রীবিগ্রহত্ব-আরোপ, কখনও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কখনও জাতীয়ত্বে বৈষ্ণবতা-আরোপ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার আধ্যক্ষিকতার মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্হির্মুখতার জননী হইয়া জগতের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহ অনেক সময় ইহাদিগের সহিত একটা সাময়িক রফা করিয়া লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে! কিন্তু আধ্যক্ষিকতার এই বহুরূপিণী মূর্ত্তিগুলির সহিত প্রবল সংগ্রামের অপ্রীতিকর কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। কারণ বাস্তব সত্যের সেবাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, বর্হির্মুখ লোকের সেবা নহে।

৯। ধর্ম্মের যে-সকল মূলসূত্র মোটাকথায় ধরা যায়, সাধারণ বুদ্ধিতে (common sence) যাহা ধর্ম্মের মূলসূত্ররূপে পরিগণিত ও পরিকল্পিত হইতে পারে, সাধারণের বিচার, বুদ্ধি, কল্পনা, অনুমান ও ধারণায় যাহা যাহা ধর্ম বলিয়া 'খাপ' খাইতে পারে, সেই সকল ধর্ম্মের কথা—মনোধর্ম্মের কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন না বলিয়া সাধারণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাব ও ভাষা অনেক

সময় দুর্বোধ্য থাকে। মোট কথা, ভিন্ন ভূমিকা, ভিন্ন চিত্তবৃত্তি, ভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন অভিমান দ্বারা আপনাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভিন্ন রাখিয়া কেবল জাগতিক বা তথাকথিত অতিজাগতিক যোগ্যতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীর উপলব্ধি দুঃসাধ্য। অথচ জাগতিক পাণ্ডিত্য ও নানাপ্রকার যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী অনেকে অত্যাশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পারেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোষ গ্রন্থের কঠিন শব্দগুলি শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিভাষার ভাণ্ডার নহে। ভাগবতের পরিভাষা, ভাগবতের চিত্তবৃত্তি, ভাগবতের ভূমিকা ও সিদ্ধান্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল ভাণ্ডার।

১০। গুরুরও ভ্রম হইতে পারে—এইরূপ অনুমান কিংবা পাছে গুরু ভ্রান্ত হন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যকে স্ব- স্ব বুদ্ধির ছাঁচে গড়িয়া-পিটিয়া সংস্কার করিবার চেষ্টা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমনের চেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেখানে দুর্বলতার ছিদ্র আছে, যেখানে গুরুবরণের মধ্যে কোন না কোন প্রকার দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে অস্বচ্ছ গুরু গুরুত্বের পাট গ্রহণ করিয়াছেন বা যেখানে শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব সাময়িক চুক্তি মাত্র, সেখানেই ঐরূপ অনুমান ও আশঙ্কার অবকাশ আছে। গুরুর (?) প্রচারিত সত্যও পাছে আধ্যক্ষিকের পেষণীযন্ত্রের কবলে কবলিত হইয়া ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের সহিত রফা করিয়া বলিতেছেন,—'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি

চুপ্'। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত সত্য, তাঁহার বাণী—অভ্রান্ত। যাঁহার কথা ক্ষণজীবি এবং অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, তিনি গুরু নহেন। বাস্তব শ্রৌত সত্য ও আধ্যক্ষিকতার সহিত কোনই গোঁজামিল নাই,—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার।

১১। অস্বচ্ছ গুরু অর্থাৎ যিনি শিষ্যের সম্মুখে দাঁড়াইলে শিষ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দেখিতে পারেন না, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের প্রতিবন্ধকরূপে মধ্যপথে কেবল বঞ্চনা করিবার জন্য কপট বেষে উপস্থিত হন, সেইরূপ গুরু গ্রহণ করিয়াও বা শিষ্যের কল্পনার দ্বারা সংস্কার ও সৃষ্ট গুরু (?) নাম মাত্রে স্বীকার অথবা গুরুপাদপদ্মকে "ভগবান" ও "ভক্তের" মধ্যপথে একটা অনাবশ্যক তৃতীয় ব্যাপার বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াও অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এইরূপ যে সকল কল্পনা, ধর্মের বাজারে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। গুরুপাদপদ্মের বরণ না হইলে এবং সেই গুরুপাদপদ্ম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হইলে পতিত অনাশ্রিত জীব কখনও ভগবৎপদাশ্রিত হইতে পারে না,—এই সত্যের ঐকান্তিক ভাবে প্রচারও শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

১২। হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক এবং সেই আচার শাস্ত্রীয় সদাচার হওয়া উচিত। যে-সকল স্থানে কলি বাস করে—দ্যূত, পান, বৈধ স্ত্রী-আসক্তি বা অবৈধ স্ত্রী-গ্রহণ, পশুবধ, ভোগের জন্য অর্থাসক্তি বা ভোগার্থ অর্থাদির প্রাপ্তি

হইল না বলিয়া কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বিরাগ,—এই সকলই কলির সহচর। ভোগবুদ্ধিতে যে কোন বস্তুর সঙ্গই যোষিৎ সঙ্গ। যাহারা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার অভিলাষ পোষণ করে বা উহাকে বহুমানন করে বা উহাদের সহিত কৃষ্ণসেবাকে সমান মনে করে, তাহাদের সঙ্গই অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিক সংখ্যায় থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনও থাকে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের নিত্য উপকারের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরির সেবানুশীলন ও হরিকথার প্রচারময় জীবন-যাপনই সদাচার-গ্রহণ। এই সদাচার-গ্রহণে কোন প্রকার আপোষ বা গোঁজামিলের আবিলতা প্রবেশ না করাইয়া একান্তভাবে সদাচারের অনুসরণই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য।

১৩। ধ্যান, ধারণা, তপঃ, ব্রত, কর্ম, ধর্ম (পাপ বা পুণ্য), লোকরঞ্জন বা লোকের পরামর্শানুসারে ধর্মের অনুষ্ঠানগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সংস্কার করা কিংবা সামাজিক রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনকে পরমার্থের বাহক করিয়া লওয়া বা প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা তদন্তর্ভুক্ত করিয়া জাগতিক কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করা গৌড়ীয় মঠের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নহে। কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা, কৃত্রিম জপ-তপঃ বা জাগতিক বা অতিজাগতিক কোন প্রকার সুবিধাবাদের অন্বেষণ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে নাই। একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়ের সার্বকালীন সুখানুসন্ধানের জন্য চেতনের বৃত্তিকে প্রকাশ করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য বিষয়।

১৪। কৃষ্ণ কবিকল্পনার বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ইতিহাসের পরীক্ষণীয় মরণশীল পাত্র নহেন, কৃষ্ণ রূপক, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ভাব বা পদার্থ বিশেষ নহেন, কৃষ্ণ মানসিক সান্ত্বনা মাত্র নহেন, কৃষ্ণ লম্পটগণের আদর্শ নহেন, কৃষ্ণ আই. পি. সি'র আসামী নহেন, কৃষ্ণ সাময়িক পূজার পাত্র মাত্র নহেন। মানব-কল্পিত ঐরূপ কৃষ্ণের ভজন (?) প্রচার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার নহে, কৃষ্ণ নিখিল কাব্যের মূল নায়ক, তাঁহার আনখকেশাগ্র অপ্রাকৃত কাব্যের চরম আদর্শ। যাবতীয় যুক্তি, বিচার ও ইতিহাস কৃষ্ণের পদনখশোভার আরতি করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হয়, কৃষ্ণ অমরগণের অমৃতস্বরূপ, নিখিল বাস্তব রূপরাশি কৃষ্ণের পদনখচ্ছটায় আলোকিত, সমস্ত সান্ত্বনা ও শান্তি কৃষ্ণদাস্যের অতি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক যাত্রী, কৃষ্ণলীলা জগতের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য পরমতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়তা প্রচারকারিণী। কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ নিত্যগণের মধ্যে পরম নিত্য—এইরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-প্রচারই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য।

১৫। গৌড়ীয়মঠকে যেন অনেকে সংস্কারক (reformer) বলিয়া ভুল না করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্কারকও নহেন বা নূতন-মত প্রবর্ত্তকও নহেন, পরন্তু সনাতনের পুনঃসংস্থাপক। বৈষ্ণবধর্ম নিত্য ও সনাতন। কাল তাহাকে সৃষ্টি করে নাই, ইতিহাস তাহার আদি

গণনা করিতে পারে নাই। যে ধর্মকে ইতিহাস ও কাল তাহার অধীন করিয়াছে, তাহা নিত্য বৈষ্ণব ধর্ম নহে, নৈমিত্তিক মনোধর্ম মাত্র। সেই সর্বাদি ও অনাদি নিত্য আত্মধর্মেরই প্রচারক শ্রীগৌড়ীয় মঠ। নিত্য ও সনাতনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, কমাইয়া বাড়াইয়া সংস্কার করা যায় না। সনাতন আত্মধর্ম লোকের বর্হির্মুখতার নিকট যুগে যুগে অস্তমিত বা লুপ্ত হয়, তাহা যুগে যুগে পুনরাবিস্কার করাই আত্মধর্ম প্রচারক আচার্যগণের অবদান। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে "নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিস্কৃতং" বাক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১৬। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত, বেদ-সংহিতা ও উপনিষদের পরবর্ত্তী কালের রচিত, কেহবা ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস হইতে ভাগবতকার ব্যাসের পার্থক্য, কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতের সৃষ্ট পুঁথিমাত্র, কেহ বা হেঁয়ালী ও পরীর রাজ্যের গল্প পরিপূর্ণ অপ্রামাণিক পুরাণ মাত্র, কেহবা ভাগবতকারের লেখনীর মধ্যে ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাসের বিপর্যয় ও অসামঞ্জস্য প্রভৃতি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টায় ভাগবতধর্মকে ভ্রম-প্রমাদাদির অধীন মানবের রচিত অন্যতম ধর্ম প্রতিপাদন করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ', 'ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ', 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ', 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং', 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং

ফলং', 'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবমিষ্যতে' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ প্রাতঃকালে আমরা যে সূর্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট নূতন বা অমুক সনের অমুক তারিখের অমুক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মনে হইলেও বস্তুতঃ সূর্য নিত্য, সনাতন ও স্বপ্রকাশ। সূর্যই কালচক্র বিধান করিতেছে, কালের মধ্যে সূর্য সৃষ্ট হয় নাই। যুগে যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার বিভিন্ন ব্যাসের হৃদয় ও লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রৌতসত্য যুগোপযোগী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাচীনতার ছলনা শ্রৌতসত্যকে মলিন করিতে পারে না। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, ভাগবতধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সৃষ্ট, মানব, ঋষি বা দেবতার সৃষ্ট নহে—তাহা বেদের পরিপক্বফল, সমস্ত নির্মৎসর সাধুগণের সেবিত। সেখানে মোক্ষাভিসন্ধিরূপা কপটতা পর্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। বেদের শিরোভাগ শ্রুতিসকল নিত্য যাঁহার আরতি করেন, সেই ভগবন্নামের অনুশীলনই ভাগবত ধর্মের একমাত্র বিষয়। সেই নামই প্রণবের প্রস্ফুটিত রূপ। প্রণব বেদমাতা গায়ত্রীর মূল বা বীজ স্বরূপ। সেই বীজ হইতেই 'ভাগবতধর্মরূপ নিগম-কল্যাণ-কল্পতরু' পল্লবিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে অমৃতফল ফলিয়াছে, তাহাই নির্মৎসর সাধুগণ শ্রৌত-পরম্পরায় জগতে লইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শুক বা মধ্বাচার্য এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব, তদনুগ গোস্বামিগণ যে ভাগবতধর্ম বিতরণ

করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত পরম্পরার খাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই প্রেমামরতরু হইয়াও অসমোর্দ্ধ মালিরূপে সর্বত্র সেই ফল বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ফলের রসাস্বাদন এবং নিখিল বিশ্বে তাহার বিতরণের নামই বাস্তবসত্যের যথার্থ প্রচার ও যথার্থ জীবে দয়া। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর সেই প্রচার বা জীবে দয়ার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রৌত শিষ্যপরম্পরার খাতে এই 'চাপরাস্' প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৭।১২৮-১২৯)

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ—৯।৩৬)

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আঃ—৯।৪১)

শ্রীচৈতন্যের এই আদেশ-বাণী—এই 'চাপরাস' শ্রৌত-পরম্পরায় লাভ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই প্রচার ব্রত বরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যের বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী আজ

বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যদ্‌বাণী "পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"—(চৈঃ ভাঃ অঃ—৪।১২৬) আজ সফল হইতেছে।

১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্বদেশ ও বিদেশ সর্বত্রই হরিকথা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সাধারণের বিচারে যাহা 'স্বদেশ' বা 'বিদেশ', শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার তাহা নহে। প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা 'চৌদ্দপোয়া'কে অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়। আত্মার সম্বন্ধে সকলেই স্বরূপতঃ আত্মীয়, সেই স্বরূপের বৃত্তি 'হরিসেবা' উদ্বোধন করাইবার জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর সকলকে হরির সেবক-সূত্রে আত্মীয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিক বা বৈদেশিক সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন না করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। জাগতিক সভ্য জাতির অনুসরণেই অন্যান্য জাতি নিয়মিত হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যকথা দ্বারা পার্থিব স্বাধীন ও সভ্যজাতির হৃদয় বিজয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যের বাণী-বাহক দূত সমূহকে প্রেরণ করিয়াছেন। লণ্ডন মহানগরীতে ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পল্লীতে শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় তথা মনীষিমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যের বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে এবং তথায় "লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ" নামে একটি প্রচার কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। কয়েকজন জার্ম্মান মনীষিও আচার্যের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া প্রচার কার্যে যোগ দিয়াছেন।

কেহ কেহ মঠজীবন যাপন করিবার উপযোগী সকল সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক নির্গুণ ভগবৎ-প্রসাদ সেবন ও শ্রদ্ধার সহিত তুলসী-মালিকায় হরিনাম-গ্রহণ, কণ্ঠে তুলসীমালিকা ধারণ ও অণুক্ষণ হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহারা ভাড়াটিয়া নহেন বা অন্য কোন ইতর লোভে লুব্ধ হইয়া আসেন নাই। যাহারা অন্যাভিলাষ লইয়া গৌড়ীয় মঠে আসিবার অভিনয় করে, তাহারা এখানে অধিকদিন টিঁকিতে পারে না—ছলরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। কাহাকেও পূর্ব ইতিহাস বা ভোগময় জীবন কিংবা ভোগময় জীবনের প্রতিযোগী আপাত ত্যাগময় জীবনের প্রতিষ্ঠাগর্ভ সাময়িক কঠোরতার মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া কোন ধর্ম বা প্রতিষ্ঠানের স্তাবক করা তাঁহার হৃদয় বা চেতনজয় নহে। পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া একান্তভাবে আনুগত-বরণের জন্য যে শক্তি সঞ্চার, তাহাই যথার্থ হৃদ্বিজয়। জড়সর্ব্বস্বৈকবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতেও এইরূপ কয়েকজন মনীষি শ্রীগৌড়ীয় মঠের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব ইতিহাস ভুলিয়া আচার্যের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত। পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া চেতন-বাণীর রাজ্যে পরিচালন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

১৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশ্বের সর্বত্র শ্রীচৈতন্যের ভুবন-মঙ্গল নাম, ধাম ও কামের প্রচার করিতেছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের শহরগুলিতে যথা—কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী, যুক্ত প্রদেশের প্রধান নগর এলাহাবাদ ও কাশী,

বিহার প্রদেশের প্রধান নগরী পাটনা, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, উড়িষ্যার কটক ও পুরী, আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি শহরে এবং ভাগবতধর্মের স্মৃতি-বিরাজিত, আচার্যগণের সেবিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কপূত মহাতীর্থ কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, হরিদ্বার, পুরী, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, কভুর প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে যে অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম মায়াপুরে—**মূল মঠায়তন শ্রীচৈতন্যমঠ** বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য মঠেরই প্রচারের অঙ্গ-স্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে 'নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়', নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগরে 'ভাগবত যন্ত্রালয়' এবং কলকাতা মহানগরীতে 'গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' স্থাপিত আছে। 'নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয়' হইতে আজ নয় বৎসর যাবৎ অপতিত ভাবে পারমার্থিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ভাগবত ধর্মের দৈনিক পত্রের প্রচার পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব ও সম্পূর্ণ নূতন। ভাগবত প্রেস হইতে পূর্ব পর্যায়ের সজ্জনতোষণী পত্রিকা ও ভাগবত ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। নদীয়া প্রকাশ প্রেসে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত ধর্ম গ্রন্থমালা মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতার গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে বাংলা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও ইংরেজী পাক্ষিক 'হারমনিষ্ট' নামক সাময়িক পত্র এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতেও অনেক ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে।

১৯। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্যের আনুগত্যে সর্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিবার যে আদর্শ আছে, তাহা প্রাচীনকালের বেদধ্বনি-মুখরিত তপোবনের মধ্যেও ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কারণ, যে যুগে কলিকল্মষ সমগ্র পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ এক যুগে আচার্যের আনুগত্যময় বাস্তব জীবন যাপন ও অণুক্ষণ অনাবিল হরিকীর্ত্তনে উদ্ভাসিত থাকিবার আদর্শগণের যুগপৎ এত অধিক সংখ্যায় একত্র সমাবেশ প্রকৃতই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। মঠের প্রত্যেক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, প্রত্যেক বাণপ্রস্থ, প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও প্রত্যেক হরিসেবাপর গৃহস্থই জানেন, মঠের সেবার জন্যই তাঁহার জীবন ধারণ, তাঁহার অস্মিতা, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহাদের জপ-তপ, ভজন-পূজন সমস্তই আচার্যের মনোভীষ্ট হরিনাম-প্রচারকারী মঠায়তনের সেবা। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্য ভজন পূজন নাই, অন্য প্রয়োজন নাই। শ্রীধাম মায়াপুরে বালকগণ "শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ" অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অতি বাল্যকাল হইতেই অনুক্ষণ ইহাই শ্রবণ করিতেছেন যে, হরিনামের শ্রবণ কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। শ্রীহরিনামের একান্ত আশ্রয় গ্রহণই সকল পাণ্ডিত্যের অবধি—'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারাও বিদ্যালয়ের আচার-প্রচার-পরায়ণ আদর্শ প্রধান শিক্ষক বা নিয়ামকের হরিকথা প্রচারের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও অনাবিল সদুপদেশ শ্রবণ করিবার অনুক্ষণ সুযোগ পাইতেছেন। আবার অন্যদিকে যাঁহারা সর্বস্ব

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামের ক্ষেত্র-কর্ষণ, গোচারণ, বীজবপন ও শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বাগান প্রস্তুত করিতেছেন, প্রেসে কালি দিতেছেন, দ্রব্য-সম্ভার বহন করিতেছেন, স্থপতিবিদের কার্য করিতেছেন, যানবাহনাদি চালন করিতেছেন, তাঁহারাও সকলেই হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন যে, ভোগের সংসার হইতে এই কৃষ্ণের সংসারের সেবা সম্পূর্ণ পৃথক। ভোগের সংসারে সেবায় জীব বদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণের সংসারের সেবায় জীব মুক্ত হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা লাভ করে। ইহাই জীবের সাধ্য। ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর কোন প্রয়োজন নাই।

২০। লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, শাস্ত্রের শ্রৌত ও যথার্থ সিদ্ধান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রচার, হরিসেবা ও হরিকথা-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, লুপ্ত তীর্থ পুনঃপ্রকটন ও প্রত্যেক মানবের হৃদয়কে জীবন্তমঠ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন নিকেতনে পরিণত করিবার জন্য আচার-প্রচারময় প্রযত্ন, সদাচার প্রবর্ত্তন, দৈববর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃসংস্থাপন, জগতের প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে তাহার নিত্য স্বদেশের বার্ত্তা জ্ঞাপন, প্রত্যেকের নিকট শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত-সমূহ কীর্ত্তন, দেশে-দেশে, পল্লীতে-পল্লীতে ভক্তি প্রচারক প্রেরণ, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা, ছায়াচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ্যে হরিকথা বিস্তার, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন, ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-উৎসবাদির প্রবর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ভগবদ্ধাম-সমূহ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের সর্বতোমুখিনী চেষ্টা

করিতেছেন। সর্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জনপূর্বক সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক শ্রীগৌড়ীয় মঠেই সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠুভাবে আচার্যানুগত্যে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

২১। 'জীব-সেবা' ও 'জীব-দয়া' শব্দ দুইটি লইয়া অনেক সময়ই সাধারণ্যে নানাপ্রকার ভ্রমের উদয় হইয়া থাকে। অনেকেই 'সেবা' শব্দের যে প্রচলিত অর্থ জানেন বা অনুভব করেন, তদ্দ্বারা 'সেবা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। 'সেবা' অর্থে সেব্যের সুখ বা প্রীতি বিধান। সেব্য ও সেবকের মধ্যস্থানে সেবা বর্ত্তমান। সেবা নিত্য না হইলে সেবকের সেবার নিত্যত্ব থাকে না, আবার সেবকও নিত্য না হইলে তিনিও নিত্যকাল সেবা করিতে পারেন না, আর 'সেবা' নিত্য না হইলে সেবক সেব্যকে সাময়িক ভাবে বৃথা ছলনা করেন মাত্র। পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশই ন্যূনাধিক অনাদি-বর্হির্মুখ জীব, কেবল যুগে যুগে দুই একজন মহাপুরুষ আমাদের ন্যায় বর্হির্মুখ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসেন, সুতরাং বর্হির্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের দ্বারা তাহাদের বর্হিন্মুখতা বৃদ্ধি বা তাহাদের প্রতি হিংসা ও অকরুণাই করা হয়। এজন্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্যে বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে বা ভাগবতধর্মে তথাকথিত 'জীব-সেবা' কথার অস্তিত্ব নাই। 'বৈষ্ণব সেবা', 'হরিসেবা' বা 'জীবে দয়া' কথাই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণব হরির প্রতি সর্বদাই উন্মুখ, তাঁহারই অহৈতুকী সেবায় রত, সেইরূপ বৈষ্ণবের যে-

২২। দেহাত্মধর্মে অধিকতর আকৃষ্ট ও আত্মধর্ম হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্"—বাক্যের অনেক কদর্থ প্রচারিত আছে। ভাগবতধর্ম প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূলমন্ত্র "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ"; "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" চেতন শরীরের বিকাশ-সাধনই সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহাই প্রত্যেক জীবের পরম ধর্ম। এই শরীর থাকিতে থাকিতে যাহাতে আত্মানুশীলনের পূর্ণতা সাধন করা যায়, তদ্বিষয়েই সর্বাগ্রে যত্ন করা প্রয়োজন, কারণ এইরূপ স্থূল শরীর ত' সকল জন্মেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিভজনের উপযোগী ও সুযোগপূর্ণ মানব জন্ম বহুকষ্টে ও বহু ভাগ্যফলেই লাভ হয়। এইরূপ "ভজনের মূল" নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মমঙ্গলের জন্য আচার্যের নিকট অভিগমন না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। আপাত-প্রতীয়মান ও সাময়িক সৃষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যের দিকে না তাকাইয়া সেই একমাত্র মূল কর্ত্তব্য হরিসেবানুশীলনের জন্য যত্নই সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল চাহিবেন না, যাঁহারা আপাত প্রত্যক্ষকেই বড় মনে করেন, তাঁহারাই অগ্রে শরীরচর্যা ও পরে আত্মানুশীলন, অগ্রে জগতের পার্থিব দেশের বা সমাজের সুবিধা, আর ভবিষ্যতের জন্য আত্মরাজ্যের—প্রকৃত নিত্য স্বদেশের সন্ধান মুলতুবী রাখেন; আর যাঁহারা আত্মার নিত্য স্বভাব যে নিত্যকালীয় হরিসেবা, তাহাকেই পরম শুভপ্রদ মনে করেন, তাঁহারা "শুভস্য

কোনরূপ সেবা করিলে তদ্দ্বারা হরিসেবাই হয়। বর্হির্মুখ জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতি নিত্য দয়া প্রদর্শন করাই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্রদান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দান, অশিক্ষিতকে পার্থিবশিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার বা দয়া করা হয়, তাহা অতীব তাৎকালিক। ঐরূপ সাময়িক উপকারলব্ধ বদ্ধ জীব পুনরায় ক্ষুধাগ্রস্ত ও বস্ত্রের অভাবে পতিত হয়। রোগী রোগবিশেষ হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অন্য প্রকার রোগ বা মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়, অথবা সুস্থ হইয়া সমাজেরই কোন বিশৃঙ্খলকারক পাপকার্যে নিযুক্ত হয়, পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াও কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এমনকি পশুচিত আদর্শ হইতেও হীন কুকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সঞ্চয় করিয়া নানা প্রকার অসৎপথে ও পাশব-বল প্রয়োগে রুচি বিশিষ্ট হয়; কিংবা হয়ত' কোন আধিদৈবিক, আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তাপের দ্বারা এক মুহুর্ত্তেই সমস্ত সাময়িক লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী পারমার্থিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং তদনুকুলে জীবন যাপন করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ 'জীবে দয়া'র ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চেতনের প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে অচেতনেরও নিরর্থকতা হইবে না—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী; কিন্তু সর্বাগ্রে কেবল অচেতনের প্রতি দয়া দেখাইতেই সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে চেতনরাজ্যে প্রবেশের আর সময় থাকিবে না।

শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্''—এই নীতি অনুসারে সর্বশুভপ্রদ হরিসেবারই কর্ত্তব্যতা সর্বাগ্রে স্থির করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ তুলনামূলক নিরপেক্ষ আত্মস্থ-বিচারে হরিসেবাকেই পরমশুভপ্রদ বলিয়া সকল কর্ত্তব্যের সর্বাগ্রণী কর্ত্তব্যরূপে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

২৩। অনেকের ধারণা, ধর্মাচরণ অতীব স্বার্থপরতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। যাঁহারা মানবজাতির নিত্য মঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিকেই ধর্মের সীমা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ উক্তি প্রযোজ্য বটে; কেননা, যিনি পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অনুসন্ধান করেন, তিনি ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ বা মানব জাতির কোনই উপকার করিলেন না। ইহা অক্ষমতার পরিচায়কও বটে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্যধর্ম পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধি নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পর্বতের গুহায় লুকাইয়া ধ্যান করেন না, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া লোকালয় হইতে নির্বাসিত বা লোকালয়ের পাপ, পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধির কোন প্রকার রসদও সরবরাহ করেন না। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেবক গৃহেই থাকুক, আর বনেই থাকুক, লাল কাপড়ই পরুন আর সাদা কাপড়ই পরুন, কুটীরেই থাকুন আর অট্টলিকাতেই থাকুন, হরিকীর্ত্তন, হরির তত্ত্ব, হরির সহিত জীবের সম্বন্ধ, কিভাবে হরিসেবা করিতে হয়, হরিসেবা কেন করিতে হয়, তাহা লোককে জানাইয়া হরিসেবায় জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক রুচি উৎপাদন করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃত্য। কাজেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্বার্থপর

অক্ষমতাধর্ম্মের প্রচারক নহেন। মানবজাতির কেন, সমগ্র জীবজগতের যথার্থ নিত্যোপকারের বার্ত্তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রচার করেন। যাঁহারা কেবল মানবজাতির সাময়িক শারীরিক উপকারের ধর্মব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মানব জাতির উপকার করিতে গিয়া পশু-জাতি, পক্ষি-জাতি, কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদ জাতির প্রতি বাধ্য হইয়া হিংসক হইয়া পড়িতে হয়। রোগীর সেবককে হয়ত' রোগীর জন্য ছাগলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত করিতে গিয়া ছাগলের প্রতি নির্দ্দয় হইতে হয়, কুক্কুরের সেবককে কুকুরের সেবার জন্য অন্য পশুর প্রতি নির্ম্মম হইতে হয়, মানবের সেবককে এক মানবের প্রীতির জন্য অপর মানবের প্রতি বিরূপ হইতে হয়; শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে হরিকীর্ত্তন করেন, তদ্দ্বারা যাবতীয় মানব পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সমগ্র জৈবজগৎ সমভাবে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মধ্যে অতিমর্ত্ত্য পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার যুগপৎ অপূর্ব সম্মিলন ও সমন্বয় আছে।

২৪। অনেকের ধারণা—যাঁহারা গায়ে বিভূতি মাখিতে পারেন, জটা বল্কল ধারণ করিতে পারেন, জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য ভোগি-সমাজের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া বনচারী, বাতাহারী, ফলাহারী, দিগম্বর মূর্ত্তিতে সাজিতে পারেন, তাঁহারাই ধার্মিক বা পরমসাধু! কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাই লক্ষ করিবার বিষয় যে, 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা' নীতি বা বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিলেই বিষয়ের সার্থকতা বা পরিত্যাগকারীর মঙ্গল হয় না। যিনি পরিত্যাগ করিলেন ও যাহা পরিত্যক্ত হইল—এই

উভয়ের নিত্য মঙ্গল ও সর্বোৎকৃষ্ট সার্থকতা কিরূপভাবে হইতে পারে, সেই প্রণালীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিষয়কে ছাড়িয়া দিলে ভোগি সমাজ বিষয়ের ভাগ আরও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া একদিকে যেমন নিজ অমঙ্গল বরণ করিবে, তদ্দ্বারা অপরদিকে বিষয়ের যথাস্থানে প্রয়োগেও বাধা জন্মাইবে। এজন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমস্ত বিষয়কে, যিনি সমস্ত ভোগের মালিক অর্থাৎ সমস্ত বিষয় যাঁহার, তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিয়া বিষয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ইহা দ্বারা বিষয়ীগণেরও মঙ্গল হয় অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত ভগবানের সম্পত্তি যে-কোন ভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সেবোন্মুখী সুকৃতি লাভ করেন, তাঁহাদের হরিসেবা-বৃত্তি উন্মেষিত হইবার পথ পরিষ্কৃত হয়; আবার অন্যদিকে বিষয়ের দ্বারা যাহা সাধিত হওয়া প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনও সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়ভোগের মধ্যে যে কুফল ও বিষয়ত্যাগের মধ্যে যে মঙ্গলময় ফল হইতে বঞ্চিতাবস্থা রহিয়াছে,—ঐ উভয় ভাব পরিত্যক্ত হইয়া বিষয়ের যে পরমমঙ্গলজনক ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই বিষয় পরম ফল প্রসব করে। অপরদিকে বিষয় ত্যাগ করিয়া ত্যাগী যে নিরিন্দ্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মহত্যা করিতেছিলেন, সেই আত্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়া বিষয়কে যথার্থ কার্যে নিযুক্ত করিবার অবসর পাওয়া যায়। তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান, যথা—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বাষ্পীয়শকট, বৈদ্যুতিকযান, ব্যোমযান, মুদ্রাযন্ত্র, বিদ্যুৎ

এমন কি যে সকল ভোগোপকরণ ভোগীর সেবায় বিষময় ফল প্রসব করে, তাহাদিগকেও হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত করিয়া উহাদের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। অর্থ অনর্থের মূল, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ অর্থকে পরমার্থ প্রচারে নিয়োগ করিয়াছেন। সৌধমালা, অট্টালিকা প্রভৃতিকে বিলাস-ব্যসনের জন্য চিরসংরক্ষিত না করিয়া উহাদিগকে হরিকথা-কীর্ত্তনের সভা-সমিতি-অধিবেশনের স্থান করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এই যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অট্টালিকা বা উচ্চচূড়াযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা আচার্য্যের নিয়ামকত্বে কিরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে, সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই অট্টালিকায় স্বয়ং ভগবান (শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কেবল নাম মাত্র অধিষ্ঠিত থাকিলে হয়ত' তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অনেক কিছু ভোগের উপায়ন সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় মঠাচার্য তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি আচার ও প্রচারময় হরিকীর্ত্তনকারীর হরিকীর্ত্তনে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে সর্বক্ষণ মুখরিত রাখিবার জন্য অণুক্ষণই অণুপ্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সভামণ্ডপের নাম 'সারস্বত শ্রবণ সদন' অর্থাৎ এই স্থান শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণাগার। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কৃষ্ণের পদনখশোভা ও সাধুগণের পদনখশোভা দৃষ্ট হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা বেদ, ভাগবত, গীতা, শ্রীচরিতামৃতের বাণী-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক পাখা হরিকথা-শ্রবণে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর ও হরিকথা কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযান দ্রুতগতিশীলতার

এমন কি যে সকল ভোগোপকরণ ভোগীর সেবায় বিষময় ফল প্রসব করে, তাহাদিগকেও হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত করিয়া উহাদের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। অর্থ অনর্থের মূল, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ অর্থকে পরমার্থ প্রচারে নিয়োগ করিয়াছেন। সৌধমালা, অট্টালিকা প্রভৃতিকে বিলাস-ব্যসনের জন্য চিরসংরক্ষিত না করিয়া উহাদিগকে হরিকথা-কীর্ত্তনের সভা-সমিতি-অধিবেশনের স্থান করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এই যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অট্টালিকা বা উচ্চচূড়াযুক্ত মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা আচার্য্যের নিয়ামকত্বে কিরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে, সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই অট্টালিকায় স্বয়ং ভগবান (শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কেবল নাম মাত্র অধিষ্ঠিত থাকিলে হয়ত' তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অনেক কিছু ভোগের উপায়ন সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় মঠাচার্য তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি আচার ও প্রচারময় হরিকীর্ত্তনকারীর হরিকীর্ত্তনে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে সর্বক্ষণ মুখরিত রাখিবার জন্য অণুক্ষণই অণুপ্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সভামণ্ডপের নাম 'সারস্বত শ্রবণ সদন' অর্থাৎ এই স্থান শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণাগার। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কৃষ্ণের পদনখশোভা ও সাধুগণের পদনখশোভা দৃষ্ট হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা বেদ, ভাগবত, গীতা, শ্রীচরিতামৃতের বাণী-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক পাখা হরিকথা-শ্রবণে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর ও হরিকথা কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযান দ্রুতগতিশীলতার

দ্বারা সময়ের বিক্রম অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহুস্থানে হরিকথা প্রচার ও হরিসেবার অনুকূল কার্যসমূহ করিয়া থাকে। অথবা যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহাদের কার্যে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে হরিসেবারই সাহায্য করে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বাররক্ষক হরিকথা-শ্রবণে সমাগত ব্যক্তিগণের এবং হরিসেবায় সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যই নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্হির্মুখ চক্ষে বিষয়ীর বিষয়ভোগের ন্যায় যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা ও তদ্‌ব্যতীত যাহা কিছু বিষয়ের উপকরণরূপে ভবিষ্যতেও সৃষ্ট হইবে, তৎসমুদয়কে নিরর্থকভাবে বৃথা ত্যাগ না করিয়া তদ্দ্বারা আচার্যের নিয়ামকত্বে হরিকথা প্রচার, হরিসেবানুশীলন করিলেই সেই সকল বস্তুর সার্থকতা ও বিশ্বের মঙ্গল হইতে পারে, ইহাই হাতেকলমে প্রদর্শন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য। তাই "গৌড়ীয়ে"র ললাটে শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপের এই দুইটি বাণী প্রচারের মূলসূত্ররূপে রহিয়াছে,—

প্রাপঞ্চিকতয় বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

২৫। অপ্রাকৃত দর্শনে কৃষ্ণের ও কার্ষ্ণের আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্যও তাহাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হরিসেবার্থ বিষয় স্বীকারের বা হরিকথা প্রচারের আবশ্যকতা বিচার করেন বলিয়া ব্যক্তিগত বিষয় স্বীকার বা

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপ্রেরিত আচার্যের আনুগত্য-রহিত হইয়া ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রভাবে হরিকথা প্রচারের ছলনা স্বীকার করেন না; কারণ তাহা অভক্তিবাদ। যদি কেহ কখনও বা কোথায়ও শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগতভাবে বিষয় স্বীকার বা স্বতন্ত্রভাবে ভক্তি-প্রচারের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেইরূপ আদর্শকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক্ জানিতে হইবে। পূর্ণ আনুগত্য, নিব্যূঢ় ও নির্হৈতুক আনুগত্য, সর্ত্তরহিত আনুগত্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য।

২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কেবল স্বার্থপর ব্যক্তিগত ভজন নহে। অনেকে ব্যক্তিগত ভজনের সহিত সংকীর্ত্তন বা প্রচারের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভজনের নির্জনতা, আড়ম্বরহীনতা, বৈভবশূন্যতা প্রভৃতি বিষয়সমূহকে সংকীর্ত্তনের মধ্যেও দর্শন করিতে চাহেন। শ্রীচৈতন্যের কাজী-দলনের সংকীর্ত্তনের মধ্যে, পুরীতে কবাট বন্ধন করিয়া রাম রায় ও স্বরূপের সঙ্গে রসাস্বাদন বা ভজনের রহঃকথা আলোচনা খুঁজিতে গেলে ভগ্নমনোরথ হইতে হইবে। যাহাতে পাষণ্ড দলন ও প্রেমবিতরণরূপ প্রচারকার্য হইয়াছিল, সেই নগরসংকীর্ত্তনে নির্জনতার পরিবর্ত্তে জনতা ও জনতার অধিনায়কত্ব, নিস্তব্ধতার পরিবর্ত্তে "কাণে তালিলাগা" উচ্চধ্বনি, আত্মগোপন করিয়া থাকার পরিবর্ত্তে আপনাকে "জাহির" করিয়া যাইবার প্রদর্শনী, আঁকুপাঁকু ভাবের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তন বিরোধীর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধপ্রকাশ, উচ্চ সংকীর্ত্তনের অঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্র ও বৈভব লইয়া আত্মপ্রকাশ। জগতে বৈষ্ণবধর্মের নামে যে সকল অবিচার

প্রবেশ করিয়াছে এবং পরমার্থের বিরোধী যে সকল তাণ্ডব নিত্য রচিত হইতেছে, তাহা দলন করিয়া সগণ-নিত্যানন্দের প্রেম-প্রচারণরূপ কার্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাহ্য প্রচার। অনর্থমুক্ত জীব এই সংকীর্ত্তনের অনুগমন না করিয়া নির্জনভজনের ছলনায় আলস্য বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও তাহাদের মঙ্গল হইবে না। এই পরম সত্যটি জানাইয়া দেওয়াও শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

২৭। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, লুপ্তগ্রন্থ-প্রচার, লুপ্তসেবা-পুনঃপ্রকাশ প্রভৃতি কার্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ও এই সকল কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সাধারণ সাহিত্য-পরিষদাদি ও লুপ্তগ্রন্থ প্রকাশাদির জন্য যত্ন করেন, কিন্তু এই সকল কার্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য কোথায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামীবৃন্দের শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্রীবৃন্দাবন-আবিস্কার, আর সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের তত্ত্বৎস্থানের সন্ধান 'এক' নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবিস্কার চেতনের আবিস্কার, বাস্তব সত্যের আবিস্কার, প্রকৃত বস্তুর আবিস্কার। আর জাগতিক প্রত্নতাত্ত্বিক যত বড়ই মনীষি ও প্রতিভাশালী হউন না কেন, যত বড়ই প্রত্যক্ষ ও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ প্রয়োগে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার অনুসন্ধান জড়ত্ব, মাটী, ভোগ, প্রতিষ্ঠা বা হরিবিমুখতার অনুসন্ধান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন আবিস্কার সম্বন্ধেও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার মতভেদের কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাদের মাটিয়া বুদ্ধিতে প্রকৃত (?) বৃন্দাবন ও কৃষ্ণের জন্মভূমি বা যোগপীঠের স্থিতিস্থান অন্যত্র

নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বৈষ্ণব সার্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ গুরুপরম্পরায় যে স্থানকে গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন ও স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রম-প্রমাদাদির কিঙ্করস্বরূপ প্রত্যক্ষবাদী জড় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাদের মাটিয়া বুদ্ধি লইয়া সেই ভগবদ্ধাম সন্ধান বা দর্শন করিতে পারেন না। মহামায়ায় আচ্ছন্ন-চক্ষু ব্যক্তিগণের নিকট যোগমায়া ভগবদ্ধামকে আবৃত করিয়া রাখেন,—"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।" একমাত্র শ্রৌতপথেই শ্রীধামের আবিস্কার হয় ও শ্রৌত চক্ষু দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়,—ইহার প্রচারই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য। শ্রীধাম—ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণদ্রব্য নহে, ব্যভিচারের আশ্রয়স্থলও নহে। অপ্রাকৃত ধামকে কেহ জড়ীয় অর্থের দ্বারা ক্রয় করিতে পারে না। তাহা কোন পার্থিব জমিদারের প্রভুত্বের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহা স্বয়ং ভগবদ্‌বস্তুর জমিদারী। সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকের জড় পাণ্ডিত্য ও জড় গবেষণার বাহাদুরী চলে না। ইহা মঙ্গলাকাঙ্খী ও একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুজনগণকে আচার ও প্রচারের দ্বারা জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত, শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনকে উৎক্ষিপ্ত, কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীকে অতিরঞ্জিত ও কল্পিত, গোস্বামীগণের শাস্ত্রকে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, আধ্যক্ষিক বঞ্চিত ও ভোগবুদ্ধি বিতাড়িত মস্তিষ্কদ্বারা ইহা কল্পনা করিয়া তুলট পুঁথির ধুলারাশি ও ইটপাটকেলের বিচার, আকার ইকার কিংবা অনুস্বার বিসর্গ লইয়া মারামারি করিয়া নিজের

পাণ্ডিত্য জাহির ও জড় অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি কুড়াইবার উদ্দেশ্যেও বস্তু-বিজ্ঞান হইতে অধঃপতিত হইবার জন্য পরসাহিত্যপরিষদ্ শ্রীগৌড়ীয় মঠ লুপ্তগ্রন্থ-প্রকাশের সেবা করেন না। তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থকে ভগবদ্‌বিগ্রহ ও ভাগবত-বিগ্রহ জানিয়া সারগ্রাহী হইয়া চেতনের সেবা করেন। ভারবাহী সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় কেবল পুঁথির স্থূলত্বের স্তূপ ঘাঁটিয়া সত্যবস্তু লাভে বঞ্চিত হন না। ইহাই সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাহিত্যেকের বর্হির্মুখ চেষ্টার সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আপাত সৌসাদৃশ্যপর সেবার বৈশিষ্ট্য।

২৮। মানবজাতি পরমার্থ সম্বন্ধে সর্বদাই কতকগুলি সাধারণ ভ্রম (common errors) করিয়া থাকে। এই সাধারণ ভ্রমের পরিমাণ এত বেশী যে, মানব জাতির সহিত সাধারণ ভাষায় পরমার্থের কথা বলিলে তাহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকে। যেমন অতি সাধারণ ও সর্বত্র প্রচলিত 'সেবা', 'ভক্তি', 'হরিনাম' প্রভৃতি কয়েকটি কথা। 'সেবা' বলিতে শতকরা শতজন পৃথিবীর লোকই হয় দেবতাদি পূজ্যগণের নৈমিত্তিক ও হৈতুক পরিচর্যা কিংবা রোগীর শুশ্রুষা, না হয় ভোজনাদি ব্যাপার, না হয় ভক্তগণের অভিধানের বাগ্‌বৈখরী মনে করেন। সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত অণুচেতনের পূর্ণচেতনের প্রতি যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী চিদ্বৃত্তির প্রগতি, তাহা অনেকেরই জানা দূরে থাকুক, বোধ হয় ধারণাও করিতে পারেন না। ভক্তিকে অনেকেই মনের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা বা ভাবুকতা মাত্র, হরিনামকে অন্যান্য অভিধানিক শব্দের ন্যায় না হইলেও কোন পূজ্যবস্তু-বিশেষের বোধক শব্দমাত্র বলিয়া

মনে করেন; কিন্তু 'ভক্তি' যে আত্মার নিত্যবৃত্তি ও পরমমুক্ত পুরুষগণেরই নিত্য সেব্যবস্তু, শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ পূর্ণ চেতন পরব্রহ্ম—ইহা কয়জন অভ্রান্তরূপে জানেন? কাজেই জীবের এই সর্ব্বব্যাপী বা সর্বগ্রাসী সাধারণ ভ্রম-সমূহ অপনোদন করিতে হইলে যে যে বিশেষ শব্দের দ্বারা বাস্তববস্তু পূর্ণ ও প্রকৃষ্টভাবে অনুভূতির বিষয় হয়, বিদ্বদ্‌রূঢ়ি গর্ভ সেই সকল পরিভাষা প্রয়োগ করা ব্যতীত জীবগণকে ঐরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমের পিচ্ছিলরাজ্যে অধিকতর বেগে পতন হইতে বাধা দিবার আর অন্য উপায় নাই। এজন্য ভাষার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাগবতীয় পরিভাষার অনুসরণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য। হইতে পারে, ইহা প্রথমতঃ প্রাকৃত সাহিত্যের পরিভাষায় অভ্যস্ত সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু সুবোধ্য করিবার নাম করিয়া অর্থাৎ সাধারণে প্রচলিতভাব ও ভাষার সাহায্যে বলিতে গিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণকে যদি প্রাকৃত নায়করূপে অঙ্কিত করিয়া ফেলা হয়, সেবাকে যদি কর্ম্মের অন্যতম রূপে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সাহিত্য-জগতে আর ও অধিকতর অমঙ্গল প্রবেশ করে। গ্রাম্য-সাহিত্যের ভাব-ভাষা-দ্বারা অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতে প্রবেশের জন্য ভাগবতী দীক্ষা লাভ বা দিব্যজ্ঞানের পরিভাষার সেবা করিতে হইবে,—ইহা জগতের জীবকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২৯। অর্থনীতির যুগে আর একটি কথা স্বতঃই অনেকের প্রশ্নের বিষয় হয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের পৃথিবীব্যাপী এই বিপুল প্রচারের

আর্থিক-ভাণ্ডার ও রসদাদি কিরূপে সংগৃহীত হয়? ত্রিবিক্রম একদিন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাজ্ঞা করিয়া বলির আত্মা দেহ মন সর্বস্বই বলিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরের হিতকারীর অভিনেতা শুক্রাচার্য শতবাধা দিয়াও বলিকে রক্ষা করিতে পারে নাই। যেখানে প্রাণ আছে, যেখানে চেতন আছে, সেখানে অর্থ মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া ভগবৎ সেবকের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বিশ্বের সর্বত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাসগণের 'ব্যাঙ্ক' ও তথায় বিষ্ণুর নিজস্ব অর্থরাশি গচ্ছিত ও সংরক্ষিত রহিয়াছে। বিষ্ণুদূতগণ— যাঁহারা বিষ্ণুর সেবায় প্রাণ ঢালিয়াছেন, সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মাধবের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া মাধবের নাম-ধাম-কাম-প্রচার-সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিক্ষার ঝুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ ধর্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রত্যক্ষ চেষ্টাগুলি জগতের সকল লোকেরই ন্যূনাধিক ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে বলিয়া, লোকে তত্ত্বৎপ্রতিষ্ঠানের স্তাবক হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির 'মাস্তুল' বা প্রতিদান-স্বরূপ অর্থাদি দ্বারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকেন। যেমন কেহ যদি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন বা বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ বা আর্ত্তের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জগতের লোক তাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বুঝিয়া লইতে পারেন এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, চক্ষের সম্মুখে অপরে অধিকক্ষণ দুঃস্থাবস্থায় থাকিলে নিজের ভোগ ও সুখের প্রতিও একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়, (যেমন

নিজের বাড়ীতে রোগ-শোক-কাতর কেহ থাকিলে স্বভাবতঃই নিজের ভোগ-লালসাও সেরূপ ইন্ধন পায় না) ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ভোগের পথে কণ্টক উপস্থিত হয়, তখন ভোগের কণ্টক সরাইবার জন্য বা অপরকে দুঃস্থাবস্থায় রাখিয়া কেবল নিজে ভোগ করিলে প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে দেখিয়া ও উহাও ভোগের আর এক জাতীয় ব্যাঘাতকারক অনুভব করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান ভোগি-সমাজের প্রতিভূ হইয়া সাময়িক লোকোপকার করেন, জগতের বিষয়ি-সম্প্রদায় নিজেদের প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠে পার্থিব রোগীর হাসপাতাল নাই, বন্যা-দুর্ভিক্ষনিবারণী সমিতিও নাই, বিধবা আশ্রম, অনাথাশ্রম বা আতুরালয় প্রভৃতিও নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের সেবা—যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাহার জন্য লোকে কেনই বা একমুষ্টি চাউল, এমন কি অন্ধ-কপর্দ্দকটিও দিবেন? বিশেষতঃ যে রাজ্যে পরমার্থের দোহাই দিয়া অনেক কিছু চলিয়াছে, যে যুগে পরমার্থ উপজীবিকার সুলভ ও অমোঘ অস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষেত্রে, যে যুগে, লোকের নিকট হইতে অহৈতুকী হরিসেবার জন্য একটি কপর্দ্দকও সংগ্রহ করা কিভাবে সম্ভব? বিশেষতঃ প্রচলিত ধারণা অনুসারে যেখানে সাধুগণ অর্থকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন না, যেখানে সাধুত্বের ধারণা নগ্নাবস্থা, বাতাহার ও অর্থ বিদ্বেষাদির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত সেরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবী ব্যাপী হরিনাম প্রচারের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা আহরণ কিরূপে সম্ভব? ইহা অম্বরীষ, পৃথু বা পরীক্ষিতের

যুগ নহে, কিংবা প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, ভঞ্জদেও বা বীরহাম্বীরের যুগও নহে যে, অর্থ বিষয়ে প্রচুর রাজসাহায্য সম্ভব হইবে। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠ জগতের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-তোষণপর অন্যাভিলাষী ও মনোধর্মী কর্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রতিবাদকারী বলিয়া পৃথিবী পরিপ্লাবিত ঐরূপ লোকমাত্রেরই ন্যূনাধিক অপ্রীতিভাজন। আচার্যের অকপট আনুগত্যকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেবক ব্যক্তিগত উদরভরণের জন্য ভিক্ষার প্রার্থী নহেন বলিয়া প্রচলিত সাধারণ বা অসাধারণ কোন ভিখারীরই ন্যায় দাতার বর্হিমুখতার স্তাবক হইতে পারেন না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে এই বিশ্বব্যাপী-প্রচারের প্রধান রসদ-স্বরূপ অর্থের সংগ্রহ কিরূপে সাধিত হইতে পারে? কিন্তু আচার্যের কৃপায় অসম্ভবও প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। আচার্যের বাণীতে শুনিয়াছি,—

প্রাণ আছে তা'র সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।

কোন গচ্ছিত ধন লইয়া গৌড়ীয় মঠের প্রচার কার্য আরম্ভ হয় নাই, কাহাকেও তোষামোদ করিয়া গৌড়ীয় মঠ প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন নাই। আচার্যের একমাত্র নিরপেক্ষ সত্যবাণীর অকপটে ও নির্ভীকভাবে কীর্ত্তনমূলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রথম প্রচারের সূচনা হয়। সমগ্রভারত ও ভারত বর্হিভূত বিভিন্ন স্থানের মঠে বহু ব্যক্তি নিত্য হরিসেবা করিতেছে, প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানের উৎসবাদিতে লক্ষ লক্ষ লোক ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন।

সহস্ত সহস্ত গ্রন্থরাজী বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে ও হইয়াছে। সমগ্র ভারতে, দেশে-বিদেশে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন, মঠস্থাপন, পরিক্রমা, পাশ্চাত্যদেশে প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আনুকূল্যের অবলম্বন একমাত্র মাধুকরী ভিক্ষার ঝুলি। জড়দার্শনিক চার্ব্বাক উপদেশ দিয়াছিলেন—"ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে", কেননা ঘৃতই পরমায়ু; আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্যের আজ্ঞা এই যে,—"ঋণ (?) করিয়াও হরিকথা প্রচার করিবে। তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ (?) তোমাদিগকে অধমর্ণ মনে করিয়া তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিলে তোমরা নিরলস ও তৃণাদপি সুনীচ হইয়া হরিসেবার আনুকূল্য আহরণে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে। মঠায়তন-সমূহ তাহা হইলে অলসগণের গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা ও অসদাচারের স্থান না হইয়া অণুক্ষণ হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনমুখরিত নির্গুণ বৈকুণ্ঠনিকেতন রূপে সর্বদা প্রকাশিত থাকিবে।

—০—

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনম্'"ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য।

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৬। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার-দুই একই।

৭। পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

৮। যেখানেই হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

৯। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

১০। আমরা কিন্তু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বানীর পিয়ন মাত্র।

১১। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারনের সার্থকতা।

১২। কেবল আচার রহিত প্রচার কর্মাঙ্গের অন্তর্গত।

১৩। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ— সরল, তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।